হরিণাকুণ্ডুর দৌলতপুর ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের জন্য উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২৬মে) ইউনিয়ন পরিষদের হল রুমে চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাজেট সভায় উন্মুক্ত বাজেট পেশ করেন ইউপি সচিব নির্মল কুমার বিশ্বাস।

এ বাজেটে রাজস্ব খাতে ৩৭,৯২.২৬০/= টাকা ও উন্নয়ন খাতে ২,০৫,৬৪,০০০/=টাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩,৫৬.২৬০/=(দুই কোটি তেতাল্লিশ লাখ ছাপান্ন হাজার দুইশত ষাট) টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান, আক্তারুল আলম, হামিদ আলী, আশরাফুল আলম, বিজন পারভেজ, গমির উদ্দীন, মুকুল মন্ডল, এলাহী মন্ডল, আলমগীর মহিলা সদস্য রুমা খাতুন, মর্জিনা, শেফালী খাতুনসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। বাজেট ঘোষণার পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণহীন গুদামের ওষুধ যাচ্ছে অপারেশন থিয়েটারে

ঝিনাইদহে সম্প্রতি অপারেশনের পরে রোগী মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে অনেকগুলো বিষয় সামনে এসেছে।

সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের ডাক্তার ও সেবিকাদের অবহেলা, অপারেশনের আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা যাচাই না করে অপারেশন করা, এ্যানেস্থেসিয়ার সঠিক প্রয়োগ না করা, সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত

নয় এমন ওষুধের ব্যবহার ও অপারেশনের সময় মানহীন ওষুধ ব্যবহারের বিষয়গুলিই সামনে এসেছে।

সম্প্রতি ঝিনাইদহে পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাদের এক রকমের দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। ওষুধ প্রশাসনের সঠিক তত্ত্বাবধান ও সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়ায় বেশি লাভের আশায় অপারেশনের টেবিলে যাচ্ছে হোল সেলারদের মানহীন ওষুধ। শুধু অপারেশনের টেবিলেই নয় হোল সেলারদের কাছ থেকে কেনা মানহীন এই ওষুধ যেকোন রোগীর জন্যই ক্ষতির কারণ হতে পারে। জেলার ফার্মেসি মালিক সমিতির সদস্যরা ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে হোল সেলারদের দৌরাত্ম্য বিষয়ে জেলার ওষুধ প্রশাসনকেই দায়ী করছেন। তবে এবছর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন দোকানের ওষুধ ব্যবহারের কার্যকারিতা বলে মনে করেন ফার্মেসি মালিকরা।

সম্প্রতি ঝিনাইদহের বেসরকারি ক্লিনিক ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতাল লিমিটেড’এ এ্যাপেন্ডি সাইডের অপারেশনের পর সুচনা জান্নাত (১৫) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সুচনার বাবা জাহাঙ্গীর হোসেন ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এই মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা রোগীর শারীরিক অবস্থাকে দায়ী বলেছেন। কিন্তু রোগীর স্বজনদের দাবি বয়সের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায় এ্যানেস্থসিয়া ব্যবহারের ফলে রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে খিচুনি ওঠাসহ অবস্থা খারাপ হলে ঢাকায় নেওয়া হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শুধু ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালই নয়, হাসান ক্লিনিক, শামীমা ক্লিনিক, প্রিন্স হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও রাবেয়া ক্লিনিকসহ কালীগঞ্জ উপজেলার বেশ কয়েকটি ক্লিনিকে অপারেশনের পর রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে জেলা বিএমএ শাখার নেতৃবৃন্দ হোল সেলে বিক্রি করা ওষুধকেই রোগীর মৃত্যুর জন্য দায়ী বলছেন।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেট, কুমিল্লার শাসনচর, খুলনার হেরাজ মার্কেট ও চট্টগ্রামের হাজারী মার্কেটে হোলসেল ওষুধ বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে তুলনামূলক অনেক কম মূলে ব্রোকাররা ওষুধ কিনে এনে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করে। এসব হোলসেল বিক্রেতারা ওষুধ সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করেন না। যেকারণে ওষুধের কার্যকারিতা হারায়। এছাড়া অনেক অসাধু ব্যবসায়ীরা ওষুদের মেয়াদ টেম্পারিং করে সেই ওষুধ বিক্রি করে। জানাগেছে, দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলো কয়েকটি রেটে বাজারে ওষুধ বিক্রি করে। সেগুলো হলো, ক্লিনিক্যাল রেট, ইন্সটিটিউট রেট, সরকারি রেট,

ডক্টর কাম কেমিস্ট্রি রেট, বোনাস রেট, ফ্লাট রেট, হোলসেল রেট ও রিটেইলার রেট। বেশির ভাগ কোম্পানি রিটেইলার বা ফার্মেসিগুলোকে ১২-১৩% কমিশন দেয়। ওষুধের দামের সাথে কোম্পানিগুলো ১৭.৪% ভ্যাট কেটে রাখে। সেখানে ফার্মেসি মালিকরা হোল সেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নিলে কমিশন বেশি পায় এবং ১৭.৪% ভ্যাট দেওয়া লাগে না। যেকারণে তারা বেশি লাভের আশায় হোল সেলারদের কাছ থেকেই ওষুধ কিনে বিক্রি করে। ওষুধ প্রশাসনের নিয়মানুযায়ী পাকা মেমো সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, রয়েছে সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখার কথা।

সূত্র বলছে জেলার বেশিরভাগ ক্লিনিকগুলোতে হোল সেলারদের কাছথেকে সার্জিক্যাল ওষুধ কিনে সেগুলো অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহার করে থাকে। যেসব রোগীর সাথে অপারেশন থিয়েটারের ওষুধের চুক্তি থাকে সেই সব অপারেশনের ক্ষেত্রে হোল সেলারদের কাছথেকে কেনা কম দামের ও মানহীন ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩০ থেকে ৩২ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে ওষুধ সংরক্ষণ করতে হয় তবে ওষুধের প্রকারের ওপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা তাপমাত্রায় সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু হোলসেলাররা সাধারণ পরিবহনে ওষুধ পরিবহন করে সেগুলো সাধারণ গুদামে সংরক্ষণ করে বিক্রি করে। এদিকে জানাগেছে, কয়েক প্রকারের এ্যানেস্থেসিয়া প্রয়োগ করা হয়। যেমন স্প্রে, লোকাল, স্পাইনাল কর্ড ইনজেকশন ও জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া। জেনারেল এ্যানেস্থেসিয়া আবার দুই প্রকার। ইনজেকশন ও মাস্ক।

ঝিনাইদহে মাস্ক এ্যানেস্থেসিয়া ব্যবহারের একটি মাত্র মেশিন আছে ডাক্তার রেজা সেকেন্দারের। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন, বয়স, রোগীর শারীরিক সক্ষমতা ও রোগের ধরণের ওপর ভিত্তি করে এ্যানেস্থেসিয়ার মাত্রা নিধারণ করা হয়ে থাকে ডিভাইসের মাধ্যমে। সেখানে ভুল গণনা হলে রোগীর মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে।

ঝিনাইদহ জেলা ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রফিকুল করিম সোম বলেন, ব্রোকারদের কাছ থেকে ওষুধ নিতে আমরা সকল ফার্মেসি মালিকদের নিষেধ করি। হোলসেল মার্কেটের ওষুধের মানের কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার সঠিক মাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণও করা হয় না। কাজেই সেই ওষুধ ব্যবহার করলে রোগীর ক্ষতি হতে পারে। অনেক ফার্মেসি মালিকের দোকানে তাপমাত্রা সংরক্ষণের সক্ষমতা নেই। বিশেষ করে গ্রামের দোকানগুলোতে। তবে সার্জিক্যাল ওষুধ বিক্রির দোকানগুলোতে অবশ্যই সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

থাকা উচিৎ। হোল সেল ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য ওষুধ বিক্রেতাদের অনেক বদনাম হচ্ছে। ওষুধ প্রশাসনের এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে মিলন সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: মিলন, ড্রিম সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মো: নাজমুল হাসান টিটন, মিডি রিলায়েন্স যার প্রোপাইটার মুন্তাসির রহমান পারভেজ (এই ফার্মেসীর ড্রাগ লাইসেন্স নেই), ইসলামী প্রাইভেট হাসপাতালের সামনে মুন্সি সার্জিক্যাল এন্ড মেডিসিন যার প্রোপাইটার মোঃ শাহিনুর রহমান শাহিন, সরকারি কেসি কলেজ মার্কেটের দেশ ফার্মা যার প্রোপাইটার সুসান্ত কুমার কনক, শামীমা ক্লিনিক নিচে এর সুলতানা ফার্মেসি যার প্রোপাইটার শফিউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু সড়কে মিতালী ফার্মেসি যার প্রোপাইটার রিয়াদ হোসেন, হামদহ মোল্লাপাড়ায় ইমরান ফার্মেসি ও ঝিনেদা মিটফোর্ড ফার্মেসির মালিক ইমরান হোসেন। এছাড়া খালেদা সার্জিক্যাল, মার্জিয়া ফার্মা, সার্জিক্যাল পয়েন্ট এন্ড মেডিসিন শপ সহ শহরের আনাচে কানাচে অনেক পাইকারি ওষুধের দোকান গড়ে উঠেছে। যাদের অনেকেরই ড্রাগ লাইসেন্স ও ওষুধ সংরক্ষণের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। বৈধ উপায়ে ব্যবসা করা কয়েকজন ফার্মেসি মালিক জানান, সরকারের ভ্যাট ফাঁকি দিতে ও বেশি লাভ করতে অনেকেই হোলসেলারদের কাছ থেকে ওষুধ নেয়। যার কোন পাকা মেমো নেই। কিন্তু ওষুধ প্রশাসনের কোন তদারকি নেই। তারা মাসিক ভাবে এসব ফার্মেসি মালিক ও হোল সেলারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে। অনেক ওষুধের দোকান ওষুধ প্রশাসনের নীতি না মানলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়াও লাইসেন্স প্রাপ্তী ও নবায়নের সময়ও ওষুধ তত্ত্ববধায়কের কার্যালয়ে ঘুষ প্রদান করতে হয়।

ঝিনাইদহ ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা বলেন, পাইকারী ওষুধ বিক্রি করে এমন দোকানের তালিকা দেন আমরা অভিযান পরিচালনা করবো। আমরা বিভিন্ন ক্লিনিকে মৃত্যুর ঘটনায় মেডিসিন পরীক্ষা করেছি। প্রায় সবগুলো কেচে এ্যানেস্থেসিয়ার সমস্যা পায়নি। অনেক সময় ডাক্তার ও নার্সদের অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ্যানেস্থেসিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা ক্লিনিকগুলোতে অপারেশনের সময় এ্যানেস্থেসিয়া রাখার বাধ্যবাধকতার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু ক্লিনিকগুলো সেই নিয়ম মানে না। সঠিক তাপমাত্রায় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের

চিঠি দিয়েছে। আমরা খুব দ্রুত এটি নিশ্চিৎ করতে মাঠে নামবো। এক ফার্মেসি মালিক জানিয়েছেন, ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক নিষিদ্ধ ওষুধও রোগীর ব্যবস্থা পত্রে লিখছেন ডাক্তাররা। এতে করে অনেক ফার্মেসি অননুমোদিত ওষুধও রাখছেন। তিনি বলেন, একই গ্রুপের ওষুধ এক কোম্পানি দাম ৩০ টাকা আবার আরেক কোম্পানি দাম ৩ টাকা। দুই ওষুধের মানই এক, দুই ওষুধের অনুমোদনই ওষুধ প্রশাসন দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করার আছে। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল ওষুধ ঠেকাতে দরকার নিয়মিত জোর তদারিক।

ফার্মাসিটিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি সাইফুল ইসলাম মিলন বলেন, ঝিনাইদহে যে সমস্ত পাইকারি মেডিসিনের দোকান আছে তারা মূলত ঝিনাইদহে কর্মরত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মেডিসিন খুব একটা ক্রয় করেন না। যেগুলো মিটফোর্ডে পাওয়া যায় না সেইগুলোই আমাদের কাছ থেকে ইনভাইসের মাধ্যমে ক্রয় করে থাকেন। বেশি লাভের আশায় ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেট ও অন্যান্য বিভিন্ন নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে ঔষুধ ক্রয় করে থাকেন এই সমস্ত অসাধু বেশি মুনাফা লোভি ব্যবসায়ীরা। মূলত ভেজাল ও নকল ঔষধ লোকাল মার্কেটে ছড়িয়ে যায় এই সমস্ত পাইকারি মেডিসিন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

ঝিনাইদহে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪৪তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৬ মে) দুপুরে শহরের ফ্যামেলী জোন কমিউনিটি সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঝিনাইদহ সদর থানা যুবলীগ।

অনুষ্ঠানে সদর থানা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগ সদস্য ও সদর উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক শাহ্ মোঃ ইব্রাহিম খলিল রাজা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

এছাড়াও সদর থানা যুবলীগ সদস্য মাহাদী হাসান নাজমুল, মধুহাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শেখ রুহুল আমীন, কালীচরনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আরিফ মোল্লা, পোড়াহাটি ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ফিরোজ উদ্দিন, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশিকুর রহমান লেন্টু সহ ১৭টি ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

পরে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই ও ৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন নেতা-কর্মীরা।

কোটচাঁদপুরে নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ

নিয়োগ পরিক্ষার আগেই নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে কোটচাঁদপুরের মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে। প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী সৌরভ ইসলাম। পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকে চাকুরী দেয়া হবে বললেন সভাপতি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের এলাঙ্গী মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে শূন্য ও সৃষ্ট পদে কয়েক জন বল নিয়োগ দেয়া হবে। এ জন্য গেল ৭ মার্চ দৈনিক নবচিত্র সহ ঢাকার

একটি দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন।

যার মধ্যে রয়েছে সৌরভ ইসলাম। তিনি এলাঙ্গী গাজী পাড়ার বাসিন্দা। তিনি আবেদন করেছেন নিরাপত্তা কর্মীর পদে। তিনি বলেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমার গ্রামের প্রতিষ্ঠান। এ জন্য পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল নিয়োগ পরিক্ষার মাধ্যমে হবে। পরিক্ষা ভাল হলে,তাঁর চাতুরী হবে। এখন দেখি চাকুরী হবে টাকার বিনিময়ে। বিষয়টি জানার পর আমি হতাশ হয়েছি। এখানে নিয়োগের আগেই নিয়োগ বানিজ্য হচ্ছে।

তিনি বলেন, যার বেশ কয়েকটি প্রমানও রয়েছে আমার কাছে। এ কারনে নিয়োগ ফ্রি ও ফেয়ার করার দাবীতে ও অর্থ বানিজ্য রুখতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছি। তিনি এ নিয়োগ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন,৫ টি পদে নিয়োগ আছে। যার মধ্যে প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর,অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা কর্মী,পরিছন্নতা কর্মী। এ সব পদের জন্য ৫২ জনকে ইন্টারভিউ কার্ড দেয়া হয়েছে।

এ নিয়োগে কোন টাকার লেনদেন হচ্ছে না। টাকা নেয়ার কোন সুযোগ নাই। পরিক্ষায় প্রথম হলে তাকেই চাকুরী দেয়া হবে দাবী প্রধান শিক্ষকের। নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ মিথ্যা বানোয়াট।

একই কথা বললেন,মফেজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জিহাদ খান। তিনি বলেন,নিয়োগ পরিক্ষায় যে প্রথম হবে,তাকেই নিয়োগ দেয়া হবে। টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার কোন সুযোগ নাই।

তিনি বলেন, আর আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মূলক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,আবেদন করেছেন কিনা আমার জানা নাই। আমি জেলার মিটিংয়ে আছি।

ঝিনাইদহে জমে উঠেছে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন

জমে উঠেছে ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন। আগামী ১জুন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন। এ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভোট চাওয়ার ধুম লেগে গেছে। ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এ ভোট প্রার্থনা করছেন বিভিন্ন পদের প্রার্থীরা। দিচ্ছেন নানা রকম প্রতিশ্রুতি।

এবারও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে সভাপতি পদে ভোট চাইছেন সাবেক সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

এ সময় তার সাথে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ সামাদ, নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুম, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মুন্তাকিম মনির, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর তোফাজ্জেল হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, আতিকুল হাসান মাসুম, অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে সভাপতি পদ প্রার্থী সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা আমাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন বলে তিনি শতভাগ আশাবাদী।

ঝিনাইদহে জ্বালানি তেল পরিবেশক ও ট্যাংকলরী মালিক সমিতির আলোচনা সভা

ঝিনাইদহে খুলনা বিভাগের জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি ও ট্যাংকলরী মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ মে) দুপুরে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি অস্থায়ী কার্যালয়ে বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম হারুন অর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুম, সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ শাহীন উদ্দিন, মোবারকগঞ্জ সুগার মিল সমবায় সমিতির ও কালীগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, কালীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান বিজু।

সেসময় বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির খুলনা বিভাগীয় কার্যকরী সভাপতি গাজী আসিফুল হক অনি, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোড়ল আব্দুস সোবহান, যুগ্ম সম্পাদক মামুনুর রশিদ, প্রচার সম্পাদক হুমায়ুন কবীর, দপ্তর ও কল্যাণ সম্পাদক ইমদাদ ইবনে হাবিব, বাংলাদেশ ট্যাংকলরী ওনার্স এসোসিয়েশনের খুলনা বিভাগীয় কার্যকরী সভাপতি আলহাজ্ব এম মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক সুলতান মাহমুদ পিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান মিজান, নির্বাহী সদস্য আমানত আলী সহ খুলনা বিভাগের জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি ও ট্যাংকলরী মালিক সমিতির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এমপি আনার হত্যাকান্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে নেতাকর্মীদের অবস্থান কর্মসূচী

ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনানোয়ারুল আজিম আনারের মরদেহ ফেরত ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত খুনিদের ফাঁসির দাবীতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল ৮ থেকে বেলা ১১ টার পর্যন্ত এমপির বাসভবনের সামনে এই কর্মসূচী পালিত হয়। এতে কালীগঞ্জ উপজেলা আ’লীগের দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতা হত্যাকারীদের ফাসির দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে ওই অবস্থান কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করে।

অবস্থান কর্মসূচী থেকে উপজেলা আ’লীগের সাবেক সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিক ঠান্ডু গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমাদের প্রিয় নেতা এমপি আনোয়ারুল আজীমের হত্যার সাথে জড়িত সকল আসামিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শুনেছি নৃশংশভাবে তাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। আমরা তার মরদেহ বা লাশের টুকরা বা ডেটথ সার্টিফিকেট পেতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি। কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, কালীগঞ্জ পৌর আ’লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল ও আ’লীগ নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম সহ সাধারণ জনতা।

অবস্থান কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া সাধারণ জনগণের মধ্যে কয়েকজন ক্ষোভে ফুসে উঠে বলেন, শুনেছি আমাদের এমপির শরির কেটে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। খুনিরা কি তার জামা কাপড় জুতা স্যান্ডেলও কেটে কেটে টুকরা টুকরা করেছে। আমরা এমপির ব্যবহৃত জামা কাপড় সামগ্রী ফেরত পেতে চায়। সেই সাথে তারা খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবী জানিয়ে আত্নচিৎকার করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ মে ভারতে গিয়ে নিঁখোঁজ ঝিনাইদহ-৪ আসনের এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারের হত্যাকান্ড নিয়ে তার এলাকায় এখনো ধোয়াশা কাটেনি। ভারত যাবার ১০ দিন পর গত বুধবার (২২ মে) সকালে কলকাতার নিউটাউন এলাকার সঞ্জিভা গার্ডেনে খুন হয়েছে বলে গণমাধ্যমে প্রচার হয়। এমনকি তার দেহ খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে বলেও প্রচার হয়। এখন পর্ষন্ত তার মরদেহ বা দেহের কোন অংশ এমনকি ব্যবহৃত জামা কাপড় উদ্ধারের খবর না পাওয়াতে সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়েই ঘুরছে এমপি কি সত্যই মারা গেছেন ?

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নতুন এসিল্যান্ডের যোগদান

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নতুন এসিল্যান্ড হিসাবে সজল কুমার দাস যোগদান করেছেন। ৩৭ তম বিসিএসএর মাধ্যমে তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে ২০১৯ সালে ফেনী জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসে কর্মরত থেকে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্প্রতি তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ভূমি অফিসে যোগদান করেছেন। দীর্ঘ তিন মাস পরে অবশেষে নতুন এসিল্যান্ড পেয়ে সেবা গ্রহীতারা আশায় বুক বেধেছে তাদের কাংখিত সেবা পাবে। ইতি মধ্যে নবাগত এসিল্যান্ড সজল কুমার দাসকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

নবাগত এসিল্যান্ড সজল কুমার দাস বলেন, আমি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী ও স্মার্ট জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক সদর উপজেলা ভূমি অফিসকে একটি স্মার্ট ভূমি অফিসে রুপান্তরিত করতে চাই। এসময় তিনি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

আমার বাবার লাশের এক টুকরো মাংস আমাকে দাও – মেয়ে ডরিন

আমার বাবার লাশের এক টুকরো মাংস আমি চাই। যে মাংসের টুকরো ছুঁয়ে বাবাকে দেখতে পারি । সেই মাংসের টুকরোকেই বাবা মনে করে জানাযা করাতে চায়।

আজ শুক্রবার (২৪ মে) বিকাল ৫টার দিকে শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ডে ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য আনোরুল আজীম আনারকে নৃশংস ভাবে হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও হত্যা পরিকল্পনাকারীকে আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে এমপি কন্যা ডরিন এসব কথা বলনে। মানববন্ধন চলাকালে ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কে আধাঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বাবা হারানোর ব্যাথা-কষ্ট বুঝেন, তিনি আমার বাবা হারানোর বেদনা বুঝবেন। তার বাবার হত্যার বিচার করেছেন, আমার বাবার হত্যার বিচারও তিনি করবেন। হত্যার পরিকল্পনাকারীকে ধরার পরই খতিয়ে দেখা যাবে আসলে কি জন্য সে এত বড় অপকর্ম কেন ঘটালো। এর বিচার অবশ্যই হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে। গতকালও কথা বলেছি। আমরা আইনের আশ্রয় নিব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন, আওয়ামী লীগের দলীয় সর্বোচ্চ অভিভাবকরা আছেন তারা আমাদের পরার্মশ দিবেন এবং তারা অবশ্যই তাদের দলীয় এমপি হত্যার সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কালীগঞ্জের মানুষের সুখে দুঃখে যিনি সবসময় পাশে থেকেছেন সেই মানুষটির হত্যার বিচার আমরা চাই। আমরা কোন শৃংখলাহানী করতে চাই না।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র আশরাফুল আলম আশরাফ। এসময় উপস্তিত ছিলেন, নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মতি, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা ও শত শত সাধারণ মানুষ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুরে ঢাকাগামী ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে মানববন্ধন

কোটচাঁদপুর স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে মানববন্ধন করেছে কোটচাঁদপুর ঢাকা সরাসরি রেল সংযোগ রক্ষা কমিটি। আজ শুক্রবার স্থানীয় রেলস্টেশনের সামনে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়,আগামী জুলাই মাস থেকে সুন্দরবন-বেনাপোল ও চিত্রা এক্সপ্রেস ঢাকা পদ্মা সেতু নড়াইল গোপালগঞ্জ রুপদিয়া যশোর নতুন রুটে চলাচল করবেন। এ সব ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে যশোরের রূপদিয়া ষ্টেশন থেকে।

এতে করে ঝিনাইদহ এবং চুয়াডাঙ্গার কোন ষ্টেশন ঢাকাগামী এ সব ট্রেন সেবা থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। এ ট্রেন সেবা চালু রাখার দাবীতে শুক্রবার কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের সামনে এক মানববন্ধন করেছেন,কোটচাঁদপুর ঢাকা সরাসরি রেল সংযোগ রক্ষা কমিটি।

মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান (সেলিম),পৌরসভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল,ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহিন, শিক্ষক আমিরুল ইসলাম,মনিরুজ্জামান শান্তি। আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা সময় এ মানববন্ধন শুরু হয়। যা চলে ঘন্টাব্যাপী।